রিসালা নং: ৮৬

ফারুকে আজম رضي الله عنه এর কারামত

(BANGLA)
KARAMATE
FAROOQ AZAM

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت بركاتهم العالية

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল,

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِکْمَتَکَ وَانْشُرْ
عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِکْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم:

কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা’ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা’ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কারামত[১]

শয়তান লাখো অলসতা প্রদর্শন করুক, তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনার অন্তর হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম-ভালবাসায় ভরপুর হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অর্থাৎ “নিঃসন্দেহে দো‘আ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায় আর এর থেকে কোন কিছু উপরের দিকে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার **নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ না পড়বে।” (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

১ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা**, বাবুল মদীনা করাচীতে ১৭/১২/২০০৯ ইং মোতাবেক ২৯শে জিলহজ্জ ১৪৩০ হিজরীতে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক **সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**তে আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ বয়ানটি প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হল।
---- মজলিসে মাকতাবাতুল মদীনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

হযরত আল্লামা কিফায়াত আলী কাফী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন:

দো'আকে সাথ না হুভে আগর দুরূদ শরীফ,
না হুবে হাশর তলক বিহ্ বর আওয়ারে হাজাত
কবুলিয়াত হে দো'আ কো দুরূদ কে বাইছ,
ইয়ে হে দুরূদ কে সাবিত কারামত ওয়া বারাকাত।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ফারুকে আযমের ডাক এবং মুসলমানদের বিজয় লাভ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৩৪৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট **'কারামাতে সাহাবা'** নামক কিতাবের ৭৪ পৃষ্ঠাতে শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আবদুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ লিখেন, যার সারাংশ কিছুটা এ রকম: আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে এক বাহিনীর সেনাপতি বানিয়ে 'নাহাওন্দ' অভিযানে জিহাদের জন্য প্রেরণ করেন। মুসলিম সেনাপতি হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর বাহিনী কে নিয়ে যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। তখন উজিরে রাসূলে আনোয়ার হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পবিত্র মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন: "یَا سَارِیَۃُ الۡجَبَل অর্থাৎ **হে সারিয়া!** পাহাড়ের দিকে পিঠ করে নাও।" মসজিদে উপস্থিত লোকেরা এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

কেননা মুসলিম সেনাপতি হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ মদীনা শরীফ থেকে শত শত মাইল দূরে নাহাওন্দের জমিনে যুদ্ধরত আছেন, আজ আমীরুল মুমিনীন তাঁকে কিভাবে এবং কেন ডাকলেন? এই কৌতুহলের অবসান তখনই হল, যখন নাহাওন্দ বিজয়ী হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর দূত সেখান থেকে ফিরে আসেন, আর তিনি সংবাদ দিলেন: যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় যখন আমরা পরাজয়ের নিদর্শন দেখছিলাম, ঐ মুহুর্তে আওয়াজ আসে; يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে পিঠ করে নাও। হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: এটা তো আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এরই আওয়াজ অতঃপর সাথে সাথে তিনি তাঁর বাহিনীকে পাহাড়ের দিকে পিঠ করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ দেন। এরপর আমরা দুষ্ট কাফিরদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালাই। তখন একেবারে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম বাহিনী কাফির বাহিনীকে পরাজিত করে ফেলে। মুসলিম সৈন্যদের প্রচন্ড আক্রমণে টিকে থাকতে না পেরে কাফির সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। আর মুসলিম সৈন্যরা মহান বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করে।[১]

মুরাদ আয়ি মুরাদি মিলনে কি পিয়ারী ঘড়ী আয়ি
মিলা হাজাত রওয়া হামকো দরে সুলতানে আলম ছা। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

১ (দলায়েলুল নবুওয়াত লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা। তারিখে দামেস্ক লে ইবনে আসাকির, ৪৪তম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা। তারিখুল খোলাফা, ৯৯ পৃষ্ঠা, মিশকাতুল মাসাবিহ, ৪র্থ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৯৫৪। হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামিন, ৬১২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মহা বিজয়ী, আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মহান কারামত থেকে জ্ঞান ও হিকমতের অসংখ্য **মাদানী ফুল** আমরা জানতে পারি:

(১) আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মদীনা শরীফ زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত ‘নাহাওন্দের’ যুদ্ধের ময়দান, তাঁর অবস্থা ও ঘটনা সহ সবকিছু দেখছিলেন। অতঃপর মুসলিম সৈন্যদের সমস্যাদির সমাধানও সাথে সাথে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিকে বলে দিয়েছেন। তা থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ ওয়ালাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সাধারণ মানুষদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মত কখনো ধারনা করা উচিত নয়। বরং আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, **আল্লাহ্ তা‘আলা** তাঁর প্রিয় বান্দাদের কান ও চোখে সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী শক্তি দান করেছেন। তাদের চোখ, কান ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তিও এরকম অতুলনীয় আর তাদের থেকে এমন এমন অলৌকিক ঘটনা সমূহ প্রকাশ পায়, যা দেখে কারামত ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। (২) হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আওয়াজ শত শত মাইল দূরে অবস্থিত ‘নাহাওন্দ’ স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং সেখানে উপস্থিত সকল সৈন্য সে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। (৩) আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বরকতে **আল্লাহ্ তা‘আলা** সে যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করেছিলেন। (কারামতে সাহাবা, ৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা। মিরকাতুল মাফাতিহ, ১০ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৫৪, এর টীকা থেকে সংকলিত)

আল্লাহ্ তা‘আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কিছনে যররো কো উঠায়া আওর সাহ্রা কর দিয়া,
কিছনে কাতরো কো মিলায়া, আওর দরিয়া কর দিয়া।
কিছকি হিকমত নে এতিমো কো কিয়া দুররে এতিম,
আওর গোলামো কো যামানে ভরকা মওলা কর দিয়া।
শওকতে মগরুর কা কিচ শখছনে তুড়া তিলিসম,
মুনহাদীম কিছনে ইলাহী, কসরে কিসরা কর দিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা ফারুকে আযম এর পরিচিতি

দ্বিতীয় খলিফা, উজিরে নবীয়ে আতহার হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কুনিয়ত **"আবু হাফস"** এবং উপাধি **"ফারুকে আযম"**। এক বর্ণনা মতে, তিনি ৩৯ জন পুরুষের পর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দো'আর বরকতে নবুওয়াত প্রকাশের ৬ষ্ঠ বর্ষে ঈমান আনেন। তিনি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসলমানেরা অত্যন্ত খুশি হয় এবং তাদের অনেক বড় সাহায্যকারী পাওয়া গেল। এমনকি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে পবিত্র হেরেম শরীফে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। তিনি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইসলামী যুদ্ধ সমূহে বীরত্বের সাথে কাফিরদের মোকাবেলা করেন। (সমস্ত ইসলামী অভিযান, সন্ধি ও যুদ্ধ বিগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন উপকারী বন্ধু ও বিশ্বস্ত পরামর্শ দাতা ছিলেন।) প্রথম খলিফা, আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর পরে খলীফা হিসাবে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে মনোনিত করে যান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

খিলাফতের আসনে বসে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধির যাবতীয় দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে যান। একদিন ফজরের নামাযে এক দুর্ভাগা অগ্নি উপাসক আবু লুলু ফিরোজ নামক কাফির ছুরি দ্বারা তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উপর প্রচন্ড আঘাত করে এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আঘাতের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তৃতীয় দিনে শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্টিত হন। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ছুহাইব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। ফয়যানে নবুওয়াত, খলীফায়ে রিসালাত, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে পবিত্র রওজা মোবারকের ভিতর ১লা মুহররাম ২৪ হিজরী রবিবার হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নূরানী কদমের পাশেই সমাহিত করা হয়, আর তিনি **সুলতানে দো-আলম, প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারকের পাশে আরাম করছেন। (আর রিয়াদুন নদরা ফি মানাকিবিল আশরা, ১ম খন্ড, ২৮৫, ৪০৮, ৪১৮ পৃষ্ঠা, তারিখুল খোলাফা, ১০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বিশেষ নৈকট্যলাভ

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দুনিয়ার জীবনেও এবং ওফাতের পরেও **ছরওয়ারে কায়েনাত, শাহে মওযুদাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশেষ সান্নিধ্য প্রদান করা হয়েছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আশিকে রাসুল ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন:

মাহবুবে রব্বে আরশ হে, ইছ সবজে কুব্বে মে,
পেহলু মে জলওয়া গাহে আতিক ও ওমর কি হে।
সাদাইন কা কিরান হে, পহেলুয়ে মাহ মে,
জুরমট কিয়ে হে তারে তজল্লী কমর কি হে।

অপর এক আশিক বলেন:

হায়াতি মে তো থে হি খিদমতে মাহবুবে খালিক মে;
মাযার আব হে করিবে মুস্তফা ফারুকে আযম কা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কারামত সম্পন্ন

আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এরপর সকল সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان থেকে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কারামত সম্পন্ন এবং অসাধারণ পরিপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁকে অন্যান্য গুনাবলীর সাথে সাথে অসংখ্য কারামতের মর্যাদা দিয়ে অন্যান্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

কারামত সত্য

নবুওয়াতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই মাসআলা নিয়ে কখনো হক পন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়নি। সকলের ঐক্যমত্য আকিদা হচ্ছে; সাহাবা কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ও আউলিয়া ইজামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی কারামত সমূহ সত্য।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

আর প্রত্যেক যুগে **আল্লাহ** ওয়ালাদের কারামত সমূহ সংঘটিত ও প্রকাশ পেতে থাকে এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ কিয়ামত পর্যন্ত কখনো এর ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না বরং সর্বদা **আল্লাহ**র আউলিয়াদের থেকে কারামাত সংঘটিত ও প্রকাশ হতে থাকবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কারামতের সংজ্ঞা

এখন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আরো কিছু কারামত বর্ণনা করা হবে। তবে প্রথমে **"কারামত"** এর পরিচয় জেনে নিই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১ম খন্ডের ৫৮ পৃষ্ঠাতে হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ কারামতের সংজ্ঞা কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: **"অলিদের নিকট থেকে যে সমস্ত ঘটনা নিয়ম বা অভ্যাস বহির্ভূত ভাবে প্রকাশ পায়, তাকে কারামত বলে।"**

(বাহারে শরীয়াত)

অলিকুল সম্রাট

ইসলামের সকল আলিম বুযুর্গ ব্যক্তিগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی এ বিষয়ে একমত যে, সকল সাহাবা কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ছিলেন **"আফজালুল আউলিয়া"** তথা অলিকুল সম্রাট। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত **আল্লাহ**র অলি رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বিলায়তের যত উচ্চ মর্যাদা অর্জন করুক না কেন, কিন্তু তাঁরা কখনো কোন সাহাবীর বিলায়াতের দ্বারে কাছেও পৌঁছতে সক্ষম হবেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের বিলায়াতের এমন সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং মহান ব্যক্তিত্বদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এমন এমন মহান কারামত প্রদান করেছেন যা অন্য সব অলিদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ক্ষেত্রে কল্পনাই করা যায় না। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে সে পরিমাণ কারামত বর্ণনা পাওয়া যায় না, যে পরিমাণ কারামত অন্যান্য আউলিয়া কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى থেকে বর্ণিত রয়েছে। এটা প্রতীয়মান যে, বেশি বেশি কারামত সংগঠিত হওয়া অলিকুল সম্রাট হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারের নৈকট্য লাভের নামই হচ্ছে বিলায়ত, আর এ নৈকট্য যিনি যত বেশি লাভ করতে পারবেন, তিনি ততবেশী বিলায়তের স্তরে উন্নত থেকে উন্নত সম্পন্ন হবেন। সাহাবাগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নবুওয়াতের দৃষ্টির আলোতে এবং ফয়যানে রিসালাতের ফয়েজ ও বরকত দ্বারা ধন্য হয়েছেন। তাই **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে এই বুযুর্গগণ যে নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছিলেন সেটা অন্য কোন আউলিয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه পক্ষে তা লাভ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য যদিও সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিকট থেকে অনেক কম সংখ্যক কারামত বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তারপরও তাঁদের বিলায়াতের মর্যাদা অন্যান্য আউলিয়া কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى তুলনায় অনেক অনেক উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম এবং শীর্ষ ও উন্নত।

ছরকারে দো আলম ছে মোলাকাত কা আলম,
আলম মে হে মিরাজে কামালাত কা আলম।
ইয়ে রাজি খোদা ছে হে, খোদা ইনছে হে রাজি,
কিয়া কহিয়ে সাহাবা কি কারামাত কা আলম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা’আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ’দী)

নীল নদের নামে চিঠি

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘সাওয়ানেহে কারবালা’** নামক কিতাবের ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠাতে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন; যার সারাংশ কিছুটা এই রকম: “যখন মিশর বিজয় হয়, তখন একদিন মিসরের অধিবাসীরা (তৎকালীন গভর্ণর) হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর কাছে আরজ করে: “হে আমীর! আমাদের নীল নদের একটা রীতি আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পালন করা না হয়, নদী প্রবাহিত হয় না।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “সেটা কী?” তারা বলল: “আমরা একজন কুমারী মহিলাকে তাদের পিতা-মাতা থেকে নিয়ে উন্নত পোষাক ও মনোরম অলংকার দিয়ে সাজিয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করি।” হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: ‘ইসলামে কখনো এমন হতে পারে না। বরং ইসলাম প্রাচীন কালের সব কু-প্রথা ও খারাপ রীতি-নীতিকে রহিত করেছেন। অতঃপর তিনি সে কু-প্রথাটি বন্ধ করে দেন। আর নীল নদের পানির স্রোত কমে যেতে লাগল। এমন কি মানুষেরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করল। এটা দেখে হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর খিদমতে সমস্ত ঘটনা লিখে প্রেরণ করেন। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর উত্তরে লিখেন: তুমি সঠিক কাজ করেছ নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন কু-প্রথাকে রহিত করেছে। আমার এ চিঠির মধ্যে একটি চিরকুট আছে, সেটা নীল নদে নিক্ষেপ করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট যখন আমিরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর চিঠিটি এসে পৌঁছল, তখন তিনি সে চিরকুটটি এই চিঠির মধ্য থেকে বের করলেন, আর তাতে লিখা ছিল: “(হে নীল নদ!) যদি তুমি নিজে প্রবাহিত হয়ে থাকো, তাহলে প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি **আল্লাহ্ তা'আলা** (তোমাকে) প্রবাহিত করে, তাহলে আমি **আল্লাহ**র নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করেন,” হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই চিরকুটটি নীল নদে নিক্ষেপ করলেন, এক রাতেই ষোল গজ পানি বেড়ে গেল। আর এই কু-প্রথা মিশর থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।”

(আল আযমাতু লিআবি শায়খ আল আছবাহানী, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৪০)

চাহে তু ইশারো ছে আপনে, কায়াহি পলট দে দুনিয়া কি,
ইয়ে শান হে খিদমত গারো কি, সরদার কা আলম কিয়া হোগা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে জানা গেল, আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শাসন ক্ষমতার পতাকা সাগরের পানির উপরও উত্তোলিত করেছিলেন। আর নদীর স্রোত ও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অবাধ্য হতো করত না। নবুওয়াতের দৃষ্টির ফয়েয ও বরকত প্রাপ্ত বারগাহে রিসালাত থেকে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঈমানের সৌন্দর্যের বরকতে মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** মিশরবাসীদেরকে সে কু-প্রথা থেকে মুক্তি দান করলেন।

হামনে তকসির কি আদত করলি, আপ্ আপনে পে কিয়ামত করলি।
মে চালা হি থা, মুঝে রুক লিয়া, মেরে আল্লাহ নে রহমত করলি। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

অবৈধ রীতি নীতি ও মুসলমানদের অধঃপতন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নীল নদের প্রবাহকে সচল রাখার জন্য মিশরবাসীদের মধ্যে যেরূপ কুসংস্কারের প্রচলন ছিল, বর্তমান যুগেও সেরূপ অনেক কুসংস্কার ও অবৈধ রীতি নীতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আর এই শরীয়াত বিরোধী কু-প্রথা সমূহ মুসলমানদেরকে অধঃপতন ও ধ্বংসের অতল গভীরে নিক্ষেপ করছে এবং **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১৭০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"ইসলামি জিন্দেগী"** নামক কিতাবের ১২-১৬ পৃষ্ঠাতে প্রখ্যাত মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কু-প্রথা সমূহ ও মুসলমানদের অপদস্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেন তার সারাংশ কিছুটা এ রকম:- আজ এমন কোন পাষাণ হৃদয় নেই, যা মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতন এবং তাদের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার জন্য দুঃখবোধ করে না এবং এমন কোন চোখ দেখা যায় না, যা তাদের অভাব-অনটন, নিঃস্বতা, রোজগারহীনতার জন্য কান্না করে না। শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, ধনদৌলত থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে গেছে, সারা যুগের বিপদের শিকার মুসলমান হয়ে গেছে। তাদের অবস্থা দেখে কলিজা মুখে চলে আসে, কিন্তু বন্ধু! শুধু কান্নাকাটি করলে কাজ হবে না বরং আমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে তার চিকিৎসার জন্য চিন্তা করা। চিকিৎসার জন্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। (১) আসল রোগ কি? (২) এর কারণ কি? এ রোগ কেন সৃষ্টি হল? (৩) এ রোগের চিকিৎসা কি?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৪) এ চিকিৎসায় কোন্ কোন্ জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে? যদি উল্লেখিত চারটি বিষয়ে চিন্তা করা হয়, তাহলে ধরে নিন চিকিৎসা একেবারে সহজ। জাতির কতিপয় নেতা এবং দেশের কিছু কিছু শাসক মুসলিম জাতীর এ রোগের চিকিৎসার দায়িত্ব তাদের হাতে নিয়েছেন। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আর **আল্লাহ্ তা'আলা**র যে কোন নেক বান্দা মুসলমানদের সঠিক চিকিৎসার কথা বলেছেন, তখন কিছু কিছু বোকা মুসলমান তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপে মেতে উঠেছে, তাদেরকে উপহাস-পরিহাসের পাত্র বানিয়েছে, তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করছে। মোট কথা, আসল ডাক্তারদের কথার প্রতি তারা কর্ণপাত করেনি। মুসলমানদের রাজত্ব গেল, মান-মর্যাদা গেল, ধন-দৌলত গেল, শৌর্য-বীর্য গেল শুধুমাত্র একটি কারণ, আর তা হচ্ছে: আমরা আজ **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়াতের অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছি, আমাদের জীবন যাপন ইসলামী জীবন যাপন রইল না। এ সমস্ত অশুভ পরিণতির কারণ হল; আমাদের **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়, **রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি লজ্জা, আর পরকালের কোন ভয় ভীতি নেই।

আ'লা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

দিন লাহ্ব মে খোনা তুঝে, শব সুবহ্ তক ছোনা তুঝে
শরমে নবী, খওফে খোদা ইয়ে ভি নেহি উহ্ ভি নেহি। (হাদায়েকে বখশিশ)

আমাদের মসজিদ সমূহ আজ মুসল্লিশূন্য, সিনেমা হল ও পার্ক সমূহ মুসলমানদের পদচারণায় মুখরিত, সব ধরনের দোষ-ত্রুটি মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান। অবৈধ রীতিনীতি আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমরা কিভাবে মান সম্মানের অধিকারী হতে পারি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)

কোন এক কবি বলেন,

ওয়ায়ে নাকামী! মাতায়ে কারওয়া যাতা রাহা,
কারওয়াকে দিল ছে এহছাছে জিয়া যাতা রাহা।

তিনটি রোগ

মুসলমানদের অধঃপতনের আসল রোগ হচ্ছে, **আল্লাহ্ তা'আলার** বিধি বিধান ও **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া। এখন এ রোগের কারণে আরো অনেক রোগ জন্ম নিয়েছে। মুসলমানদের বড় বড় ৩টি রোগ রয়েছে: **প্রথমত:** প্রতিদিন নতুন নতুন মাযহাবের জন্ম লাভ এবং সেসব মাযহাবের প্রতি মুসলমানদের অন্ধ বিশ্বাস ও সমর্থন। **দ্বিতীয়ত:** মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্য, শত্রুতা ও মামলাবাজি। **তৃতীয়ত:** মুর্খ লোকদের শরীয়াত বিরোধী বা অহেতুক রীতিনীতি সমূহের প্রচলন। এই তিন প্রকারের ব্যাধি মুসলমানদেরকে আজ বিপন্ন করে ফেলেছে ও ধ্বংস করে দিয়েছে। ঘর থেকে ঘরহীন করে দিয়েছে, ঋণী করেছে মোটকথা অপমানের অতল গহ্বরে নিয়ে গেছে।

উল্লেখিত রোগ সমূহের চিকিৎসা

প্রথম রোগের চিকিৎসা হচ্ছে: প্রত্যেক বদ মাজহাবের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকা। এমন আলিমে দ্বীন ও সুন্নী মতাবলম্বী ব্যক্তির সংস্পর্শ অবলম্বন করতে হবে, যার সংস্পর্শের বরকতে আমাদের মধ্যে **তাজেদারে মদীনা, উভয় জগতের সরদার, প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম ভালবাসা এবং শরীয়াতের অনুসরনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

দ্বিতীয় রোগের চিকিৎসা হচ্ছে: অধিকাংশ ফিতনা-ফ্যাসাদের মূল কারণ হচ্ছে দুটি; একটি হল রাগ ও নিজেকে বড় মনে করা এবং অপরটি শরীয়াতের হক সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা। প্রত্যেক ব্যক্তি চায়, আমি সকলের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করব, আর সবাই আমার হক আদায় করুক। কিন্তু আমি কারো হক আদায় করব না। যদি আমাদের স্বভাব থেকে আত্মগরিমা, অহংকার চলে যায়, নম্রতা ও বিনয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, আমাদের প্রত্যেকেই যদি অপরের হকের প্রতি সজাগ থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ কখনো ঝগড়া করার সুযোগই আসবে না।

তৃতীয় রোগটি হচ্ছে: আমাদের প্রায় মুসলমানদের মধ্যে সন্তানের জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে এমন ধ্বংসাত্মক রীতিনীতির প্রচলন রয়েছে, যা মুসলমানদের অস্তিত্বকেও বিলীন করে দেয়। বিবাহ শাদীর কু-প্রথা সমূহ পালন করতে গিয়ে অনেক মুসলমানের বিষয়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি, দোকান সমূহ সবকিছু সুদি ঋণের কারণে চলে গেছে। আর অনেক নামী দামী পরিবারের লোক ভাড়া ঘরে জীবন অতিবাহিত করছে এবং বিভিন্ন আঘাত পেয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। মুসলিম জাতির এ করুন দুর্দশা দেখে আমার অন্তর ব্যথিত হয়। শরীরে জোশ সৃষ্টি হল যে কিছু খিদমত করব। কালির কিছু ফোঁটা প্রকৃতপক্ষে আমার অশ্রুর ফোঁটা। **আল্লাহ** করুক তা দ্বারা যেন এ জাতির সংশোধন হয়ে যায়। আমি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি, অনেক লোক এ ধরনের বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য কু-প্রথার প্রতি অসন্তুষ্ট, কিন্তু জাতি সমালোচনা ও নিজের নাক কেটে যাওয়ার ভয়ে যেভাবেই হোক ধার-কর্জ করে হলেও এই জাহেলী প্রথা পূরণ করতেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

এমন কোন মর্দে মুজাহিদ হত, যিনি নির্ভয়ে নিঃসংকোচে প্রত্যেকের সমালোচনা সহ্য করে সকল প্রকার নাজায়িয ও হারাম রীতিনীতিকে পদদলিত করত এবং **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে জীবিত করে দেখাত। কেননা "যে ব্যক্তি সুন্নাতকে জীবিত করে, সে একশত শহীদের সাওয়াব পায়।" যেহেতু **আল্লাহ্ তা'আলার** রাস্তায় শাহাদত বরণকারী একবার তরবারির আঘাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। সেহেতু **আল্লাহ্ তা'আলার** এ নেক বান্দা আজীবন মানুষের মুখের আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে।

প্রতীয়মান রয়েছে! প্রচলিত রীতি দু'ধরনের: তন্মধ্যে এক প্রকার শরীয়াত কর্তৃক সম্পূর্ণ নাজায়িজ। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ধ্বংসাত্মক এবং অনেক সময় তা পালন করার জন্য মুসলমান সুদি ঋণের অশুভ ক্ষতির মধ্যে পড়ে যায়। অথচ সুদের লেনদেন করা কবিরা গুনাহ। তাছাড়া এ সব কুসংস্কার অনেক বিপদের মধ্যে জড়িয়ে দেয়। এগুলো থেকে দূরে থাকা নিরাপদ। (ইসলামী জিন্দেগী, ১২-১৬ পৃষ্ঠা) (কুসংস্কার ও কু-প্রথার ক্ষতি সমূহ এবং সেগুলোর চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত **"ইসলামী জিন্দেগী"** নামক কিতাবটি সংগ্রহ করে পাঠ করুন।)

শাদীয়ো মে মাত গুনাহ্ নাদান কর, খানা বরবাদি কা মাত সামান কর।
ছুঁড়দে সারে গলত রসম ও রেওয়াজ, সুন্নাতো পর চলনে কা কর আহ্দ আজ।
খোব কর যিকরে খোদা ওয়া মুস্তফা,
দিল মাদীনা উনকি ইয়াদো ছে বানা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কবরবাসীর সাথে কথোপকথন

একদা আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এক নেক্‌কার যুবকের কবরে তশরীফ নিয়ে গেলেন। আর বললেন: হে অমুক! **আল্লাহ্ তা'আলা** ওয়াদা করেছেন:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ﴿۴۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে। (পারা-২৭, সূরা- আর রহমান, আয়াত-৪৬)

"হে যুবক! বল, তোমার কবরের মধ্যে কি অবস্থা?" সে নেক্‌কার যুবক কবরের ভিতর থেকে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নাম ধরে ডাকলেন, আর উচ্চ স্বরে দু'বার উত্তর দিলেন:

قَدْ اَعْطَانِیْهِمَا رَبِّیْ عَزَّوَجَلَّ فِی الْجَنَّةِ অর্থাৎ 'আমার **রব তা'আলা!** সে দুটি জান্নাতই আমাকে দান করেছেন।'

(তারিখে দামেস্ক লে ইবনে আসাকির, ৪৫ খন্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দে বেহরে ওমর আপনা ডর ইয়া ইলাহী,
দে ইশক শাহে বাহরো ও বার ইয়া ইলাহী।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কী মর্যাদা! **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিনি কবরস্থ ব্যক্তির অবস্থাও জেনে নিলেন। এই বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেল, যে ব্যক্তি পূন্যময় জীবন অতিবাহিত করবে, আর **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে ভীত থাকবে, **আল্লাহ্ তা'আলার** সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে, সে **আল্লাহ্ তা'আলার** পূর্ণ অনুগ্রহে দুটি জান্নাতের অধিকারী হবে। যারা যৌবন কালে ইবাদত করে, আর **আল্লাহ্ তা'আলাকে** ভয় করে। তাদেরকে মোবারকবাদ, কেননা কিয়ামতের দিন যখন সূর্য এক মাইল উপরে থেকে আগুনের তাপ দিতে থাকবে, সে প্রাণ হরণকারী উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য **আল্লাহ্ তা'আলার** আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** সে ভাগ্যবান মুসলমানদের তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন। যেমন;

আরশের ছায়া প্রাপ্ত সৌভাগ্যশালীগণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“ছায়ায়ে আরশ কিস কিস কো মিলেগা?”** নামক কিতাবের ২০ পৃষ্ঠাতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা সালমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট চিঠি লিখেন যে: এই গুণাবলীর অধিকারী মুসলমানগণ আরশের ছায়া প্রাপ্ত হবে। (তন্মধ্যে দু'জন হচ্ছে) (১) সে ব্যক্তি যার ক্রম বিকাশ ক্রমোন্নতি এই অবস্থায় হয়েছে তার সংস্পর্শ, যৌবন ও শক্তি, **আল্লাহ্ তা'আলার** পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিমূলক কাজের মধ্যে ব্যয় হয়েছে, আর (২) সে ব্যক্তি যে **আল্লাহ্ তা'আলার** যিকির করে এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। (মুসান্নিফে ইবনে আবু শায়বা, ৮ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

ইয়া রব! মে তেরে খওফ ছে রোতা রহো হরদম,
দিওয়ানা শাহানশাহে মদীনা কা বানা দে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হঠাৎ দুইটি বাঘ চলে আসল

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে এক ব্যক্তি খুঁজতে লাগল। কেউ বলল তিনি কোন জনবসতির বাইরে হয়তো ঘুমাচ্ছেন। সে ব্যক্তি জনবসতির বাইরে গিয়ে তাঁকে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এমন কি হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে এই অবস্থায় পেলেন যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মাথার নিচে চাবুক রেখে জমিনের উপর ঘুমাচ্ছেন, সে কোষ থেকে তরবারি বের করল এবং আক্রমন করতে চাইল। (হঠাৎ) অদৃশ্য থেকে দুইটি বাঘ প্রকাশ পেল, আর তার দিকে অগ্রসর হল, এ দৃশ্য দেখে সে চিৎকার করল তার আওয়াজে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জাগ্রত হলেন, সে তাঁর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল এবং তার সত্য হাতের উপর মুসলমান হয়ে গেল।

(তাফসীরে কবীর, ৭ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

ঘরের অধিবাসীদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বর্ণনা করেন: তাঁর পিতা মহোদয় হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রাতে উঠে নামায আদায় করতেন। এরপর যখন রাতের শেষ সময় চলে আসত তখন নিজের ঘরের অধিবাসীদেরকে জাগ্রত করে বলতেন নামায পড়ো অতঃপর এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

وَ أْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۳۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আপন পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও সেটার উপর অবিচল থাকো। আমি তোমার নিকট কোন জীবিকা চাইনা। আমি তোমাকে জীবিকা দেবো এবং শুভ পরিনাম খোদা ভীরুতার জন্য।

(পারা: ১৬, সূরা: ত্বাহা, আয়াত: ১৩২)

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৫)

আমীরুল মুমিনীন, ইমামুল আদেলীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নামাযীদের খবর নেওয়া সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন এবং সে অনুযায়ী আমলের যেহেন (মনমানসিকতা) তৈরী করুন। যেমন: আমীরুল মুমিনীন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ফজরের নামাযে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন আবু হাছমাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে দেখেননি, বাজারে তাশরীফ নিয়ে যান, রাস্তায় সায়্যিদুনা সুলাইমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর ঘর ছিল তাঁর মা হযরত সায়্যিদাতুনা শিফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বললেন ফজরের নামাযে আমি সুলাইমানকে দেখিনি। তিনি বললেন: রাতে নামায (নফল) পড়তে থাকে অতঃপর ঘুম চলে আসল, সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন; ফজরের নামায জামাতে পড়া, এটা আমার নিকট রাতে কিয়াম করা (অর্থাৎ সারা রাত নফল পড়া) থেকে উত্তম। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ঘরে গিয়ে সংবাদ নিলেন। এ বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেল যে, সারা রাত নফল সমূহ পড়া বা ইজতিমায়ী যিকর ও নাত বা সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অনেক রাত পর্যন্ত শরীক হওয়ার কারণে সকালের নামায কাযা হয়ে যায়, যদি ফজরের জামাতও চলে যায়, তবে আবশ্যক হচ্ছে এধরণের মুস্তাহাব ছেড়ে রাতে বিশ্রাম করে নেওয়া এবং ফজরের নামায জামাত সহকারে আদায় করা।

ফারুকে আযম এর প্রিয়

ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: “**ঐ ব্যক্তি আমার কাছে প্রিয় যে আমাকে আমার দোষত্রুটি বলে।**”

(আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

মধুর পেয়ালা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খিদমতে মধুর পেয়ালা পেশ করা হল, সেটাকে তাঁর হাতে রেখে তিনবার বললেন: আমি যদি সেটা পান করি তবে তার স্বাদ ও মিষ্টতা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু হিসাব অবশিষ্ট থেকে যাবে। অতঃপর তিনি (সেটা) অন্য কাউকে দিয়ে দেন। (আয যুহদু লি ইবনুল মুবারক, ২১৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষতি সমূহ সহ্য করে নাও

আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি এ কথা চিন্তা করেছি যে, যখন দুনিয়ার ইচ্ছা করি, তখন আখেরাতের ক্ষতি সমূহ দৃষ্টি গোচর হয়, আর যখন আখেরাতের আকাঙ্ক্ষা করি, তখন দুনিয়ার ক্ষতি সমূহ অনুভব হয়। যেহেতু অবস্থা যখন এই ধরনের, সেহেতু তুমি (আখিরাতের নয় বরং) অস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষতি সহ্য করে নাও। (আয যুহদু লিল ইমাম আহমদ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

ফারুকে আযম এর কান্না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিশ্চিত জান্নাত হওয়া সত্ত্বেও **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে কান্নারত থাকতেন। বরং **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ে কান্নার কারণে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নূরানী চেহারাতে দুটি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে”** নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ১২৩ পৃষ্ঠাতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পূন্যময় জীবনের একটি সুন্দর ও অনুকরণীয় দিক আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন ঈসা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ থেকে বর্ণিত: হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র চেহারাতে অনেক বেশি কান্না করার কারণে দুটি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। (আয যুহদু লিল ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বল, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

রুনে ওয়ালি আঁখে মাঙ্গো রুনা সবকা কাম নিহি,
জিকরে মুহাব্বত আম হে লেকিন সোযে মুহাব্বত আম নেহি।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

নিজেকে আযাবের ভয় দেখানোর আশ্চর্য জনক পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ অনেক সময় আগুনের নিকট হাত নিয়ে যেতেন অতঃপর তিনি নিজেকে প্রশ্ন করতেন: হে খাত্তারের পুত্র! তোমার মধ্যে কি এই আগুন সহ্য করার শক্তি আছে?

(মানাকিবে ওমর বিন খাত্তাব লি ইবনে জাওযী, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

ছাগলের বাচ্চাও মারা যায় তবে..........

আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশকিল কোশা, আলিয়্যুল মুরতাজা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তার رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দেখলাম যে, উটের উপর সাওয়ার হয়ে খুব দ্রুত যাচ্ছেন, আমি বললাম: হে আমীরুল মুমিনীন! কোথায় তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন? উত্তর দিলেন: সদ্‌কার একটি উট পালিয়ে গেছে, সেটার অনুসন্ধানে যাচ্ছি। যদি ফোরাত নদীর কিনারায় ছাগলের একটি বাচ্চাও মারা যায় তবে কিয়ামতের দিন ওমর থেকে সেটার সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(প্রাগুক্ত, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামকে বেশী পরিমানে স্মরণ কর

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলতে থাকতেন: জাহান্নামকে বেশী পরিমানে স্মরণ করো, কেননা এর তাপ অত্যন্ত কঠিন এবং গভীরতা অনেক বেশী, আর এর হাতুড়ি লোহার। (যা দ্বারা অপরাধীদেরকে মারা হবে)। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৮৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মানুষের অনুমতি নিয়ে বায়তুল মাল থেকে মধু নেয়া

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একবার অসুস্থ হলেন, চিকিৎসকরা চিকিৎসার জন্য মধু (খাওয়ার) প্রস্তাব করল, (তখন) বায়তুল মালে মধু বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মুসলমানদের অনুমতি ছাড়া নেওয়ার জন্য রাজি হলেন না। সুতরাং এই অবস্থায় মসজিদে উপস্থিত হলেন, আর মুসলমানদের কে একত্রিত করে অনুমতি চাইলেন, যখন লোকেরা অনুমতি দিল তখন ব্যবহার করলেন।

(তাবকাতে ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

ধারাবাহিক রোযা রাখতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ওফাতের আগ থেকে দুই বৎসর পর্যন্ত ধারাবাহিক রোযা রাখতে থাকেন। অন্য বর্ণনা রয়েছে; কুরবানির ঈদ, ঈদুল ফিতর এবং সফর ছাড়া হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ধারাবাহিক রোযা রাখতেন।

(মানাকিবে ওমর বিন খাত্তাব লি ইবনে জাওযী, ১৬০ পৃষ্ঠা)

সাত বা নয় গ্রাস

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ৭ বা ৯ গ্রাস (লোকমা) থেকে বেশী খাবার খেতেন না। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

উটের শরীরে তেল মালিশ করতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একদা স্দকার উটের শরীরে তেল মালিশ করতেছেন, এক ব্যক্তি আরজ করল: হযরত! এই কাজ কোন গোলাম দ্বারা করিয়ে নিতেন। উত্তর দিলেন: আমার থেকে বড় গোলাম কে হতে পারে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের অবিভাবক হয় সে তাদের গোলাম।

(কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৩০৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

ফারুক আযম এর জান্নাতী মহল

মাহবুবে রাব্বুল ইজ্জত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুসংবাদ অনুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ আশরায়ে মুবাশ্‌শারা (তথা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের) মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নিশ্চিত জান্নাতী। হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি জান্নাতে গিয়ে সেখানে একটি মহল দেখতে পাই। জিজ্ঞাসা করলাম: এ মহল কার জন্য? ফিরিশতারা আরজ করলেন: হযরত ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর। (**হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন) আমি মহলটির ভিতরে প্রবেশ করে তা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হে ওমর! তোমার আত্মমর্যাদার কথা স্মরণে আসল।" এটা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরজ করলেন: 'হে **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমি কি আপনার প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ (প্রকাশ) করতে পারি?'

(সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৭৯)

আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

লা ওয়া রাব্বিল আরশ্ জিছ কো জু মিলা উন্ ছে মিলা,
বাটতি হে কাওনাইন মে নে'মাত রাসুলুল্লাহ কি॥
খাক হু কব্র ইশ্‌ক্ব মে আ'রাম ছে ছোনা মিলা,
জান কি একছির হে উলফত রাসুলুল্লাহ কি॥

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা’আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ’দী)

প্রথম পংক্তিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে: আরশে আযম সৃষ্টিকারী **আল্লাহ্ তা'আলা**র কসম! যে কেউ যা কিছু পেয়েছে, সবই **মদীনার তাজেদার, সকল নবীদের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবার থেকেই পেয়েছে। কেননা উভয় জাহানে **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই সদকা বিতরণ হচ্ছে। দ্বিতীয় পংক্তিটির অর্থ হচ্ছে: **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশকের আগুনে জ্বলে মাটি হওয়া ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর প্রশান্তির নিদ্রা নসীব হয়ে থাকে। কেননা আত্মা ও জীবনের জন্য **মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা মহৌষধ অর্থাৎ অত্যন্ত কার্যকর ও উপকারী ঔষধের মর্যাদা রাখে।

চাবুক পড়ার সাথে সাথে ভূমিকম্প বন্ধ

একদা **মাদীনা মুনাওয়ারাতে** زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا ভূমিকম্প আসল এবং জমিন প্রচন্ডভাবে প্রকম্পিত হতে লাগল। তা দেখে কারামত ও ন্যায় বিচারের উজ্জলতম নক্ষত্র, সাহিবে আযমত ও জালাল, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ জালালী অবস্থায় এসে গেলেন এবং চাবুক দ্বারা জমিনে আঘাত করে বললেন: قِرِّیْ اَلَمْ اَعدِلْ عَلَيْكِ (অর্থাৎ হে জমিন! তুমি শান্ত হয়ে যাও, আমি কি তোমার উপর ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিনি?) তাঁর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কথা শুনার সাথে সাথে জমিন শান্ত হয়ে গেল এবং ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে গেল। (তবকাতুশ শাফিয়াতুল কুবরা লিস সবকি, ২য় খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তা'আলা**র মকবুল বান্দাদের কত ক্ষমতা ও শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে এবং তিনি কি ধরণের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও মহত্তের অধিকারী ছিলেন। সত্য হচ্ছে, যে **আল্লাহ্ তা'আলা**র হয়ে যায়, দুনিয়া তার হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

মাহবুবে রব্বে আকবর, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখে ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর আটটি ফযীলত

(১) مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رَجُلٍ خَيْرٍ مِّنْ عُمَرَ অর্থাৎ “হযরত ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয়নি।” (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭০৪)

তরজুমানে নবী হাম জবানে নবী,
জানে শানে আদালত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ)

(২) “আসমানের সকল ফিরিশতা হযরত ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে সম্মান করেন এবং জমিনের সকল শয়তান তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত থাকে।” (তারিখে দামেস্ক, ৪৪তম খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা) (৩) “لَا يُحِبُّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُمَا مُؤْمِنٌ” অর্থাৎ “মুমিনরা হযরত আবু বকর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ও হযরত ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করেন। আর মুনাফিকরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।” (তারিখে দামেস্ক, ৪৪তম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা) (৪) “عُمَرُ سِرَاجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ” অর্থাৎ “হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ জান্নাতবাসীদের জন্য বাতি স্বরূপ।” (মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৯ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৪৬১) (৫)“ هٰذَا رَجُلٌ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلَ ”অর্থাৎ “ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ সেই ব্যক্তি, যিনি বাতিলকে পছন্দ করেন না।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫ম খন্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৫৫৮৫) (৬) “তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী লোক আগমন করবে। (অতঃপর দেখা গেল) হযরত ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাশরীফ আনলেন।” (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭১৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৭) "رِضَا اللهِ رِضَا عُمَرَ وَرِضَا عُمَرَ رِضَا اللهِ" অর্থাৎ "**আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির মধ্যেই হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সন্তুষ্টি নিহিত এবং হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সন্তুষ্টির মধ্যেই **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।" (জামউল জাওয়ামেহ লিস্ সুয়ুতি, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২৫৫৬) (৮) "اِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰی لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ" অর্থাৎ "**আল্লাহ্ তা'আলা** হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মুখে ও অন্তরে সত্যকে জারী করেছেন।" (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭০২)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ তাঁর অন্তরে যে সব কল্পনা আসত সেটা সঠিক এবং মুখ দ্বারা যা বলতেন তা সত্য বলতেন। (মিরআত, ৮ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আমরা হযরত ওমর কে ভালবাসি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে **আল্লাহ রাব্বুল আলামিন** মহান মর্যাদা দান করেছেন, আর অনেক সম্মান, শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা ও কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন। তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ উচ্চ মর্যাদাকে গ্রহণ করা, তাঁকে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সত্য জেনে হিদায়াতের আলোকিত স্তম্ভ মনে করা এবং তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

যেমন: প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন; **মাহবুবে রহমান, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَنْ اَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ وَمَنْ اَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করে। আর যে ব্যক্তি হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ভালবাসে, সে আমাকেও ভালবাসে।"

(আল মুজামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৭২৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়, হিদায়াতের আসমানের উজ্জল নক্ষত্র, দুঃখী অন্তরের ভরসা, গোলামানে মুস্তফার চোখের তারা হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মর্যাদা ও তাঁকে ভালবাসার পুরস্কার আপনারা লক্ষ্য করেছেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ভালবাসা প্রকৃত পক্ষে রাসুলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা আর আল্লাহর পানাহ! তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষন করা তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষন করার শামিল। যার পরিনাম দুনিয়া এবং আখিরাতে অসম্মান ও অপমানিত হওয়া।

উহ ওমর উহ হাবিবে শাহে বাহরো বার,
উহ ওমর খাচ্ছায়ে হাশেমি তাজওয়ার।
উহ ওমর খোল গিয়ে যিছ পে রহমত কে দর,
উহ ওমর যিছকে আদা পে সাইদা সকর।
উছ খোদা দোস্ত হযরত পে লাখো সালাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

যার সাথে ভালবাসা, তার সাথে হাশর

"সহীহ বুখারী শরীফে" বর্ণিত আছে: খাদিমে রাসূল, হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: জনৈক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলেন: কিয়ামত কখন সংগঠিত হবে?' **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ?" আরজ করলেন: 'হে **আল্লাহর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি **আল্লাহ্ তা'আলা** ও তাঁর **রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি। এটা ছাড়া আমার কাছে তো কোন আমল নেই।' **রাসুলে আমীন, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ. "অর্থাৎ তুমি তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস।" হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমাদেরকে কোন সংবাদ এতটা খুশি করতে পারেনি, যতটা **রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটি করেছিল: "তুমি তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাস।" অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **হুজুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি, এবং হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেও (ভালবাসি)। তাই আমি আক্বা রাখি তাঁদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাঁদের সাথেই থাকব, যদিও আমার আমল তাঁদের মত নয়। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৮৮)

হাম কো শাহে বাহরোবার ছে পিয়ার হে, اِنْ شَآءَ اللّٰہ আপনা বেড়া পার হে।
অওর আবু বকর ও ওমর ছে পিয়ার হে, اِنْ شَآءَ اللّٰہ আপনা বেড়া পার হে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

সাহাবাদের মর্যাদা

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘সাওয়ানেহে কারবালা’** নামক কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠাতে হাদীসে পাক বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত আছে; **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমার সাহাবাদের ব্যাপারে **আল্লাহ্ তা'আলাকে** ভয় করো! **আল্লাহ্ তা'আলাকে** ভয় করো! আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। যে তাঁদের কে ভালবাসল (একমাত্র) আমার ভালবাসার কারণেই ভালবাসল। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল। যে তাঁদের কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, নিঃসন্দেহে সে **আল্লাহ্ তা'আলাকে** কষ্ট দিল, আর যে **আল্লাহ্ তা'আলাকে** কষ্ট দিল, অচিরেই **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে পাকড়াও করবেন।” (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৮৮)

হামকো আসহাবে নবী ছে পেয়ার হে, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনা বেড়া পার হে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: “মুসলমানদের উচিত, সাহাবা কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان অত্যন্ত শ্রদ্ধা করা, অন্তরে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসাকে স্থান দেয়া, তাঁদেরকে ভালবাসা **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। আর যে বদ নসীব সাহাবা কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان শানে বেয়াদবীমূলক কথাবার্তা বলে, তারা **আল্লাহ্ তা'আলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুশমন। মুসলমান এমন ব্যক্তির পাশে যেন না বসে।” (সাওয়ানেহে কারবালা, ৩১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আমার আক্বা, আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন:

আহ্‌লে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসহাবে হুযূর,
নজম হে আউর নাও হে ইতরাত রাসুলুল্লাহ কি। (হাদায়েকে বখশিশ)

এই পংক্তির উদ্দেশ্য হল: অর্থাৎ ‘আহলে সুন্নাতদের তরী বিপদমুক্ত। কেননা সাহাবা কিরামগণ عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان তাদের জন্য নক্ষত্র স্বরূপ। আর **রাসূল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইত عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان (পরিবার বর্গ) তাদের জন্য কিশ্‌তী স্বরূপ।’

মৃত চিৎকার করছিল, আর সাথী পালিয়ে গেল

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘উয়ুনুল হিকায়াত’** ১ম খন্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠাতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবদুর রহমান বিন আলী জওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা খালাফ বিন তামিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবুল হুসাইব বশির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর বর্ণনা: আমি ব্যবসা করতাম এবং **আল্লাহ্ তা‘আলার** দয়া ও করুণায় অনেক সম্পদের মালিক ছিলাম। আমার সব ধরনের আরাম আয়েশ ছিল, আর আমি প্রায় সময় “ইরানের” শহরে থাকতাম। একদা আমার কর্মচারী আমাকে বলল: অমুক মুসাফির খানাতে একটি লাশ দাফন কাফন বিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। দাফন করার মত কেউ নেই। সে মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্বের কথা শুনে আমার অন্তরে দয়ার সৃষ্টি হল। উপকার সাধনের নিয়্যতে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করার জন্য আমি সে মুসাফির খানাতে গেলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

তখন দেখলাম একটি লাশ পড়ে আছে। যার পেটের উপর কয়েকটি কাঁচা ইট রাখা হয়েছে। আমি একটি চাদর দ্বারা লাশটি ঢেকে রাখি। সে লাশটির পাশে তার সঙ্গীরাও বসা ছিল। তারা আমাকে বলল: এ লোকটি খুব বেশী ইবাদতকারী ও নেককার ছিল। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করার মত টাকা আমাদের কাছে নেই। তার কথা শুনে আমি পারিশ্রমিক দিয়ে একজন লোককে কাফন আনার জন্য এবং আরেকজনকে কবর খনন করার জন্য পাঠালাম। আর আমরা কয়েকজন মিলে কবরের জন্য কাঁচা ইট তৈরী করতে এবং তাকে গোসল দেয়ার জন্য পানি গরম করতে লাগলাম। এখনো আমরা এই কাজে ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ সে মৃত ব্যক্তিটি উঠে বসল এবং ইটগুলোও তার পেটের উপর থেকে পড়ে গেল। তারপর সে অত্যন্ত ভয়ানক আওয়াজে চিৎকার করতে লাগল, “হায়! আগুন, হায়! ধ্বংস, হায়! সর্বনাশ।” হায় আগুন, হায় ধ্বংস, হায় সর্বনাশ! তার সঙ্গীটি এ ভয়ানক দৃশ্য দেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমি সাহস করে তার নিকট গেলাম এবং তার বাহু ধরে তাকে নাড়ালাম, আর জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কে? তোমার কি ব্যাপার? সে বলল: আমি কুফার অধিবাসী ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত (জীবদ্দশায়) আমি এমন কিছু অসৎ লোকদের সঙ্গ অবলম্বন করি, যারা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا কে গালি দিত। **আল্লাহর** পানাহ! তাদের খারাপ সঙ্গের কারণে আমিও তাদের সাথে মিলে শায়খাইন করিমাইন তথা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর ও হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا কে গালি দিতাম এবং তাদেরকে ঘৃণা করতাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুসাইব বশির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তার একথা শুনে আমি তাওবা ও ইস্তিগফার করে নিলাম এবং তাকে বললাম: হে হতভাগা! আসলে তুমি তো কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। তবে এটাতো বল, মৃত্যুর পর তুমি জীবিত হলে কিভাবে? তখন সে বলল: আমার নেক আমল সমূহ আমার কোন উপকারে আসেনি। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن এর শানে বেয়াদবী করার কারণে মৃত্যুর পর ছেচড়িয়ে ছেচড়িয়ে আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে আমার স্থানও আমাকে দেখানো হয়। আর বলা হয়, ‘তোমাকে পুনর্বার জীবিত করা হবে, যাতে তুমি তোমার বদ আকিদা সম্পন্ন সাথীদের তোমার এ বেদনাদায়ক পরিনামের সংবাদ জানিয়ে দিতে পার এবং তাদের বলতে পার, যারা **আল্লাহ্ তা'আলার** নেক বান্দাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে পরকালে তারা কি ধরণের বেদনাদায়ক শাস্তির হকদার হয়। যখন তুমি তাদেরকে তোমার পরিনামের কথা বলে দিবে, তখন তোমাকে পুনরায় তোমার আসল ঠিকানা (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে।’ ব্যস! এ সংবাদ জানিয়ে দেয়ার জন্যই আমাকে পুনরায় জীবিত করা হয়েছে। যাতে আমার এ বেদনাদায়ক পরিণাম থেকে সাহাবা বিদ্বেষীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং বেয়াদবী করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় যারা সে মহাত্মাদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মহান শানে বেয়াদবী করবে, তাদের পরিণতিও আমার মত হবে। এতটুকু বলার পর সে লোকটি পুনরায় মৃত অবস্থায় পরিণত হল। ইত্যবসরে তার কবরও তৈরী হয়ে গেল এবং তার কাফনের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

কিন্তু আমি বললাম: আমি এমন হতভাগার দাফন কাফন কখনো করবো না, যে শায়খাইনে করিমাইন (তথা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিক আকবর ও হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এর শানে বেয়াদবী করে, আর আমি তো তার পাশে অবস্থান করাটাও উপযুক্ত মনে করি না। এই কথা বলে আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। এরপর কেউ আমাকে সংবাদ দিল: তার বদ আকিদা সম্পন্ন সাথীরাই তাকে গোসল দিল এবং তার জানাযার নামায পড়ল, তারা ব্যতীত আর কেউ তার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেনি। হযরত সায়্যিদুনা খালাফ বিন তামিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আবুল হুসাইব বশির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এ ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন: জ্বী, হ্যাঁ! আমি স্বচক্ষে সে হতভাগাকে পুনরায় জীবিত হতে দেখেছিলাম এবং নিজ কানে তার কথা শুনে ছিলাম। এ ঘটনা শুনে হযরত সায়্যিদুনা খালাফ বিন তামিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বললেন: এখন আমি সাহাবী বিদ্বেষীদের করুণ এ পরিণতির সংবাদ মানুষদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেব। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের আখিরাতের কথা চিন্তা করতে পারে। (উয়ুনুল হিকায়াত (আরবী), ১৫২ পৃষ্ঠা) মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদেরকে সাহাবা কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان এর মহান শানে বেয়াদবী ও ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করা থেকে রক্ষা করুন এবং সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা পোষণ এবং তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের সৌভাগ্য দান করুন। **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদের সকলকে তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনিতে রাখুন, আমাদেরকে বেয়াদব ও ধৃষ্টতা প্রদর্শণকারী থেকে সর্বদা মুক্ত রাখুন। আর আমাদের থেকে কখনো সামান্যতম বেয়াদবীও যেন প্রকাশ না হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মাহফুজ ছদা রাখনা খোদা বেয়াদবী ছে,
আওর মুঝ ছে ভি ছরজদ না কভি বেয়াদবী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ্ তা'আলার কসম! বেয়াদবদের পরিনাম খুবই বেদনাদায়ক ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। এমন নরাধমরা চিরকালের জন্য শিক্ষার বিষয় হয়ে যায়। যে সমস্ত লোক **আল্লাহ্ তা'আলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শানে বেয়াদবীমূলক কথা বলে, সাহাবা কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ও আউলিয়া কিরাম দের رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام পবিত্র শানে গালি দেয়, পরকালে ধ্বংস ও ক্ষতি তাদের ভাগ্যে অবশ্যই জুটবে, কিন্তু দুনিয়াতেও তারা অপমান ও গ্লানির মালা নিজেদের গলায় বহন করে সারা যুগের জন্য শিক্ষার নিদর্শন হয়ে থাকবে। আর প্রকৃত মুসলমান কখনো তাদের আকিদা ও আমলের অনুসরণ করতে পারে না। **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদেরকে সর্বদা আদব সম্পন্ন থাকার এবং আদব সম্পন্ন লোকদের তথা আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শ অবলম্বণ করার তৌফিক দান করুন, আর বেয়াদব ও ধৃষ্ঠতা প্রদর্শনকারীদের সংস্পর্শ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আজ খোদা জু'ইম তৌফিকে আদব, বে'আদব মাহরূম গাশ্ত আজ ফজলে রব

(অর্থাৎ 'আপন **রবের** নিকট শিষ্টাচারী হওয়ার শক্তি কামনা করো। কেননা বেয়াদব **আল্লাহ্ তা'আলার** অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়।')

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ফারুকে আযম সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নাতের আকিদা

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা জানা প্রয়োজন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১ম খন্ডের ২৪১ পৃষ্ঠাতে রয়েছে: "নবী রাসূলদের (عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام) পর **আল্লাহ্ তা'আলার** সমগ্র সৃষ্টি, মানুষ ও জ্বীন এবং ফিরিশতাদের থেকে সর্বোত্তম হচ্ছেন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তারপর ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তারপর ওসমান গনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তারপর মাওলা আলী کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم। যে ব্যক্তি মাওলা আলী کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم কে সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে উত্তম বলে সে পথভ্রষ্ট ও বদ্‌মাযহাব।" (বাহারে শরীয়াত)

সাহাবা মে হে আফজল হযরতে সিদ্দিক কা রুতবা,
হে উনকে বাদ আলা মরতবা ফারুকে আযম কা।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন "কানযুল ঈমান সম্বলিত খাযাইনুল ইরফান" ৯৭৪ পৃষ্ঠাতে **আল্লাহ্ তা'আলা** সুরাতুল হাদীদ, পারা ২৭, আয়াত নং ২৯ ইরশাদ করেন:

وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অনুগ্রহ **আল্লাহরই** হাতে, দান করেন যাকে চান এবং **আল্লাহ** বড় অনুগ্রহশীল। (সূরা হাদীদ, পারা ২৭, আয়াত ২৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বদ মাযহাবীর প্রতি ঘৃণা পোষণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মলফুযাতে আ'লা হযরত'** নামক কিতাবের ৩০২ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে: একদা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মাগরিবের নামায আদায় করার পর মসজিদ থেকে বের হলেন, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, মুসাফিরকে খাবার দেওয়ার কে আছে? আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খাদিমকে বললেন: তাকে সাথে নিয়ে আস। সে (যখন) আসল তখন তাকে খাবার এনে দিল, মুসাফির লোকটি খাবার শুরুই করেছিল। (হঠাৎ) তার মুখ থেকে এমন একটি শব্দ বের হল, যার মধ্যে “বদ মাযহাবের গন্ধ” আসছিল। সাথে সাথে সামনে থেকে খাবার তুলে নিলেন এবং বের করে দিলেন।

(কানযুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, নং- ২৯৩৮৪)

ফারেকে হক ও বাতেল ইমামুল হুদা,
তায়গে মাসলুলে শিদ্দাত পে লাখো সালাম। (হাদায়েকে বখশিশ)

আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর এ পংক্তির উদ্দেশ্য হল: 'হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিলেন সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী, হিদায়াতের ইমাম ও ইসলামের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কঠোর হস্তে উত্তোলিত তরবারির ন্যায়, তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রতি লাখো সালাম।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

বদ মাযহাবীদের পাশে বসা হারাম

"মলফুযাতে আলা হযরত" নামক কিতাবের ২৭৭ পৃষ্ঠাতে ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট বদ মাযহাবীদের সাথে উঠা বসা করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: (বদ মাযহাবীদের সাথে উঠা বসা করা) হারাম। আর বদ মাযহাব হয়ে যাওয়ার খুব বেশী সম্ভাবনা রয়েছে এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করা, দ্বীনের জন্য হত্যাকৃত বিষ স্বরূপ। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ অর্থাৎ "তাদেরকে তোমাদের থেকে দূরে রাখো এবং তাদের থেকেও দূরে থাকো। তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে।" (মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭) এবং নিজের নফসের উপর ভরসা কারী (ব্যক্তি) বড় মিথ্যুক (অর্থাৎ বড় মিথ্যুকের) উপরই ভরসা করে।اِنَّهَا اَكْذَبُ شَيْءٍ اِذَا حَلَفَتْ فَكَيْفَ اِذَا وَعَدَتْ অর্থাৎ "নফস যদি কোন কথা ওয়াদা করে নয় বরং শপথ করেও বলে, তবুও তা জঘন্য মিথ্যা।" সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "যখন দজ্জালের আবির্ভাব হবে, তখন কিছু (লোক) তামাশা স্বরূপ তাকে দেখতে যাবে। (তারা বলবে) আমরা তো আমাদের ধর্মের উপর অটল আছি, আমাদের এর দ্বারা কি ক্ষতি হবে? সেখানে (অর্থাৎ দজ্জালের নিকট) গিয়ে (তারা) সে ধরণের হয়ে যাবে।"(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৩১৯) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তার হাশর তাদের সাথেই হবে।"

(আল মুজামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৪৫০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় নবী আপন মুশতাককে নিজের বুক মোবারকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলার ভয় ও ইশ্কে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাওয়ার জন্য, অন্তরে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ভালবাসা সৃষ্টি করতে, নেককারদের সংস্পর্শে থেকে বরকত অর্জন করতে, নামায এবং সুন্নাতের অভ্যাস গড়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের** সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **আশিকানে রাসূলদের** সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য সফর করতে থাকুন এবং সাফল্যময় জীবন অতিবাহিত করতে এবং নিজের পরকালকে সাজাতে প্রতিদিন **"ফিক্‌রে মদীনা"** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন্‌আমাতের** রিসালা পূরণ করুন এবং প্রতি **মাদানী মাসের** প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজের এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। সাপ্তাহিক **সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়** অংশগ্রহণ করুন এবং সর্বদা **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী চ্যানেলের** প্রিয় প্রিয় ছিলছিলা (অনুষ্ঠান) দেখতে থাকুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার অন্তরে **আল্লাহ্ তা'আলার** নৈকট্যতম ও নেক বান্দাদের ভালবাসা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে, **আল্লাহ্ তা'আলার** দয়া ও অনুগ্রহে এ মহাত্মাদের ফয়যসমূহ এবং তাঁদের দয়ার দৃষ্টি লাভ করবেন। উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি **মাদানী বাহার** উপস্থাপন করছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

যেমন: ছানাখানে রাসুলে মকবুল, বুলবুলে রওজায়ে রাসুল, আত্তারের বাগানের সুগন্ধিময় ফুল, মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আলহাজ্ব আবু উবাইদ ক্বারী হাজী মুশতাক আহমদ আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ওফাতের কয়েক মাস পূর্বে জনৈক ইসলামী ভাই আমি **সগে মদীনা** (লিখক) এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছিল। তাতে সে শপথ করে তার এ ঘটনাটি কিছু এভাবে লিখেছিল: আমি স্বপ্নে নিজেকে পবিত্র রওজা মোবারকের সোনালী জ্বালির কাছাকাছি দেখতে পাই। জালি মোবারকে বানানো তিনটি ছিদ্রের একটি দিয়ে যখন আমি উঁকি মেরে দেখি। তখন এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠে। আমি দেখলাম, **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত আছেন। **তাঁর** সাথে হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ও উপস্থিত আছেন। এমন সময় হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **বারগাহে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ হাজির হন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজী মুশতাক আত্তারীকে নিজের বুক মোবারকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর কিছু ইরশাদও করছিলেন, যা আমার স্মরণ নেই, এরপর চোখ খুলে গেল।

আপকে কদমো ছে লগ্ কর মওত কি ইয়া মুস্তফা
আরজু কব আয়েগী বর বেকসু ও মজবুর কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ'দী)

ওমরের মৃত্যুর কারণে ইসলাম কান্না করবে

আল্লাহ্ তা'আলার মাহবুব, অদৃশ্যের সংবাদ দাতা রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমাকে জিব্‌রাইল عَلَيْهِ السَّلَام বলেছেন যে, ইসলাম ওমরের মৃত্যুর কারণে কান্না করবে।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

ওফাতের সময় ও নেকীর দাওয়াত

আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর উপর মারাত্মক আক্রমন হল। তখন একজন যুবক সান্তনা দেওয়ার জন্য তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহর** পক্ষ থেকে আপনাকে সুসংবাদ কেননা আপনার **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ ও ইসলামের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নসীব হয়েছে। যেমন: আপনার জানা আছে যখন খলীফা বানানো হল, তখন ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতঃপর আপনি শহীদের মর্যাদা অর্জনকারী। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: আমি চাচ্ছি এই কাজগুলো আমার জন্য সমান সমান হয়ে যাক। “না আমার থেকে কারো হক বের হবে, না কারো থেকে আমার” যখন ঐ ব্যক্তি চলে যেতে লাগল তখন তার চাদর জমিনে স্পর্শ হচ্ছিল, তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: তাকে আমার কাছে নিয়ে আস, যখন সে আসল তখন বললেন: হে ভাতিজা! নিজের কাপড় কে উপরে তুলে নাও, এটা তোমার কাপড়কে বেশী পরিস্কার রাখবে, আর এটা **আল্লাহ্ তা'আলার** ও পছন্দ।

(বুখারী, ২য় খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭০০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায

যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপর মারাত্মক আক্রমণ হল, তখন আরজ করা হল: হে আমীরুল মুমিনীন! নামায (এর সময় রয়েছে) বললেন: জ্বী, হ্যাঁ! শুনুন! “যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, ইসলামের মধ্যে তার কোন অংশ নেই।” আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রচন্ড আহত হওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় করলেন। (কিতাবুল কাবায়ির, ২২ পৃষ্ঠা)

কবরে শরীর নিরাপদ

বুখারী শরীফে রয়েছে: হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত: খলীফা ওলীদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে যখন রাওজায়ে আনওয়ারের দেওয়াল ধ্বসে গেল তখন লোকেরা সেটা তৈরী করতে লাগল। (ভিত্তি খননের সময়) একটি পা প্রকাশ পেল তখন সব লোক ভয় পেল এবং লোকেরা ধারণা করল যে, এটা **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পা মোবারক আর এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যায়নি যে সেটা চিনতে পারে। তখন হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বললেন: لَا, وَاللّٰہِ! مَا ھِیَ قَدْمُ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, مَاھِیَ اِلَّا قَدْمُ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, অর্থাৎ: **আল্লাহর** শপথ! এটা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পা মোবারক নয় বরং এটা হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পা মোবারক।

(বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৯০)

জবি মেয়লী নেহি হোতি দাহন ময়লা নেহি হোতা
গোলামানে মুহাম্মাদ কা কাফন ময়লা নেহি হোতা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়ুসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল

(১) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি আলীশান ফরমান: "উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না। বরং দুই বা তিনবার (নিঃশ্বাস নিয়ে) পান করো। আর পান করার পূর্বে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করো এবং পান শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলো।" (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯২) (২) **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রে নিঃশ্বাস নিতে বা তাতে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭২৮) প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়। তাই নিতান্তই নিশ্বাস ফেলতে হলে, পাত্র থেকে মুখ পৃথক করে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

গরম দুধ বা চা ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠান্ডা হওয়ার পরই পান করুন। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তবে দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুঁক দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।" (৩) পান করার পূর্বে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করে নিন। (৪) চুমুক দিয়ে ছোট ছোট ঢোঁকে পান করুন। বড় বড় ঢোঁকে পান করলে যকৃতের (LEAVER) রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। (৫) পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। (৬) বসে এবং ডান হাতে পানি পান করুন। (৮) বদনা ইত্যাদি দ্বারা অযু করা হলে সেটার অবশিষ্ট পানি পান করা ৭০টি রোগ থেকে শিফা স্বরূপ। কেননা সেটা পবিত্র জমজমের পানির সাদৃশ্য রাখে। এই দুই প্রকার (অর্থাৎ ওযুর বেঁচে যাওয়া পানি এবং জমজমের পানি) ব্যতীত অন্য কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৫ পৃষ্ঠ-, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৬৯) এ দুই প্রকারের পানি কিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করবেন। (৯) পান করার পূর্বে দেখে নিন পাত্রে ক্ষতিকর জিনিস ইত্যাদি আছে কিনা (ইত্তহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৫ম খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা) (১০) পানীয় দ্রব্য পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলবেন। (১১) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: بِسْمِ اللّٰه পাঠ করে পান করা শুরু করবেন। ১ম নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এবং তৃতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করবেন। (ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা) (১২) গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বে তা অযথা ফেলে দিবেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)

(১৩) বর্ণিত রয়েছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। (আল ফতোয়াল ফিকহিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনে হাজজ আল হায়তামী, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা। কাশফুল খিফা, ১ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা) পানি পান করার কয়েক মুহূর্তে খালি গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, গ্লাসের উপর থেকে বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের তলায় জমা হয়ে যায়। তাও পান করে নিবেন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬ খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদব’** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবেজান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

৬ সফরুল মুজাফ্ফর ১৪৩৪ হিজরী
27-06-2012

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

খোদাকে ফযল ছে ম্যায় হু গদা ফারুকে আযম কা

খোদাকে ফযল ছে ম্যায় হু গদা ফারুকে আযম কা,
খোদা উন কা মুহাম্মদ মুস্তফা ফারুকে আযম কা ॥
করম আল্লাহ্ কা হারদম নবী কি মুঝ পে রহমত হে,
মুঝে হে দো'জাহা মে আছরা ফারুকে আযম কা ॥
পছে সিদ্দিকে আকবর মুস্তফা কে সবব সাহারা মে,
হে বে শক ছব ছে উঁচা মারতবা ফারুকে আযম কা ॥
গলী ছে উনকি শয়তা দুম দবা কর ভা'গ জাতা হে,
বা ফয়যানে রযা ম্যায় হু গদা ফারুকে আযম কা ॥
রহে তেরী আ'তা ছে ইয়া খোদা! তেরী ইনায়ত ছে,
হামারে হাত মে দামান ছদা ফারুকে আযম কা ॥
ভাটক সাকতা নেহী হারগিজ কভী উহ সিদে রাস্তে ছে,
করম জিছ বখ্তওয়ার পর হু গেয়া ফারুকে আযম কা ॥
খোদা কি খাছ রহমত ছে মুহাম্মদ কি ইনায়াত ছে,
জাহান্নাম মে না জায়ে গা গদা ফারুকে আযম কা ॥
ছদা আছোঁ বাহারেয় জু গমে ইশ্কে মুহাম্মদ মে,
দে আয়ছি আঁখ ইয়া রব! ওয়াসেতে ফারুকে আযম কা ॥
মুঝে হজ্ব ও যিয়ারত কি সা'আদাত আব ইনায়াত হো,
ওসিলা পেশ করতা হু খোদা ফারুকে আযম কা ॥
ইলাহী! এক মুদ্দত ছে মেরী আখেঁ পিয়াছী হে,
দিখা দে সব্জে গুম্বদ ওয়াছেতা ফারুকে আযম কা ॥
শাহাদাত আয় খোদা আত্তার কো দেয় দেয় মদীনে মে,
করম ফরমা ইলাহী! ওয়াছিতা ফারুকে আযম কা ॥

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফেল ফযীলত	৩	জাহান্নামকে বেশী পরিমাণে স্মরণ কর	২৫
ফারুকে আযমের ডাক এবং মুসলমাদের বিজয় লাভ	৪	মানুষের অনুমতি নিয়ে বায়তুল মাল থেকে মধু নেয়া	২৬
সায়্যিদুনা ফারুকে আযম এর পরিচিতি	৭	ধারাবাহিক রোযা রাখতেন	২৬
		সাত বা নয় গ্রাস	২৬
বিশেষ নৈকট্যলাভ	৮	উটের শরীরে তেল মালিশ করতেন	২৬
কারামত সম্পন্ন	৯	ফারুকে আযম এর জান্নাতী মহল	২৭
কারামত সত্য	৯	চাবুক পড়ার সাথে সাথে ভূমিকম্প বন্ধ	২৮
কারামতের সংজ্ঞা	১০	মাহবুবে রব্বে আকবর এর পবিত্র মুখে ওমর এর ৮টি ফযীলত	২৯
অলিকুল সম্রাট	১০		
নীল নদের নামে চিঠি	১২	আমরা হযরত ওমন কে ভালবাসি	৩০
অবৈধ রীতি রীতি ও মুসলমানদের অধঃপতন	১৪	যার সাথে ভালবাসা, তার সাথে হাশর	৩২
		সাহাবাদের মর্যাদা	৩৩
৩টি রোগ	১৬	মৃত চিৎকার করছিল, আর সাথী পালিয়ে গেল	৩৪
উল্লেখিত রোগ সমূহের চিবিৎসা	১৬		
কবরবাসীর সাথে কথোপকথন	১৯	ফারুকে আযম সম্পর্কে আহ্লে সুন্নাতের আকিদা	৩৯
আরশের ছায়া প্রাপ্ত সৌভাগ্যশালীগণ	২০		
হঠাৎ দুইটি বাঘ চলে আসল	২১	বদ মাযহাবীর প্রতি ঘৃণা পোষণ	৪০
ঘরের অধিবাসীদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতেন	২১	বদ মাযহাবীদের পাশে বসা হারাম	৪১
		প্রিয় নবী আপন মুশতাককে নিজের বুক মোবারকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন	৪২
ফারুকে আযম এর প্রিয়	২৩		
মধুর পেয়ালা	২৩	ওমরের মৃত্যুর কারণে ইসলাম কান্না করবে	৪৪
অস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষতি সমূহ সহ্য করে নাও	২৪	ওফাতের সময়ও নেকীর দাওয়াত	৪৪
		প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায	৪৫
ফারুকে আযম এর কান্না	২৪	কবরে শরীর নিরাপদ	৪৫
নিজেকে আযাবের ভয় দেখানোর আশ্চর্যজনক পদ্ধতি	২৫	পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল	৪৬
		খোদাকে ফযল ছে ম্যায় হু গদা ফারুকে আযম কা ॥	৪৯
ছাগলের বাচ্চাও মারা যায় তবে.......	২৫		

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মজীদ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	আত্ তাবকাতুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
তাফসীরে কবীর	দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত	মানাকিবে ওমর বিন খাত্তাব	দারু ইবনে খালদুন
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত	তারিখে দামেশক	দারুল ফিকির, বৈরুত
		তারিখুল খোলাফা	বাবুল মদীনা, করাচী
সহীহ মুসলিম	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত	আর রিয়াযুন নাযেরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত	হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন	মারকাযে আহ্লে সুন্নাত বরকাতে রযা হিন্দ
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত		
মুয়াত্তা ইমাম মালেক	দারুল মারেফাহ, বৈরুত	আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ	দারু গদিল জজীদ মিশর
মিশকাতুর মাসাবীহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত	আয যহুদ লি ইবনুল মুবারক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারু ছাদের, বৈরুত
মুসান্নিফে ইবনে আবি শাইবা	দারুল ফিকির, বৈরুত	ইত্তেহাফুছ সাদাহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
মুজাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত	কিতাবুল কাবাইর	পেশোয়ার
		আল আজম	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
মাজমাউয যাওয়ায়িদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত	উয়ুনুল হিকায়াত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
জমউল জাওয়ামে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত	আল ফাতাওয়াল ফিকহিয়াতুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত	ফতোয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
কাশফুল খিফা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকির, বৈরুত		
মিরআত	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	সাওয়ানাহে কারবালা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত	ইসলামী যিন্দেগী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
দালায়েলুন নবুওয়াত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত	কারামাতে সাহাবা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

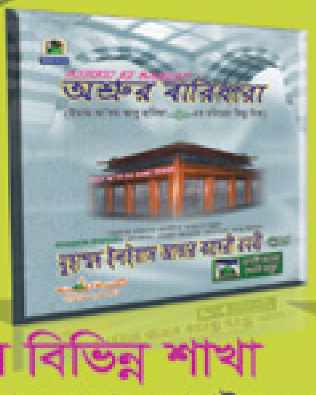

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬
E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net Web: www.dawateislami.net